বাইবেল অধ্যয়ন: **খ্রীষ্টীয়জীবনেরমূলসূত্র**

এই বাইবেল অধ্যয়নটি রেভা: ডেরেক প্রিন্স এর শিক্ষার আধারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ডেরেক প্রিন্স মিনিস্ট্রিস অফ ইন্ডিয়ারঅনুমতিনিয়েএটি ব্যবহারকরাহয়েছে।

যোহন১০:২৭ পদেএকটিসরলবিবৃতি পাই, যা প্রকাশ করে খ্রীষ্টীয়ান হওয়ার অর্থ কি। যীশুর রবকে শোনা এবং তাকে অনুসরণ করা।যীশুতারশিষ্যদেরকে অনেককিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তারা তা তাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন ও অন্যদেরকেউ তা করার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন।এটি হল খ্রীষ্টীয়ান জীবন।যতক্ষন না একজন প্রভু যীশুর বিশ্বাসী, খ্রীষ্টীয়ান জীবনের মূলসূত্রটি বুঝতে পারে ও ব্যক্তিগত জীবনে তা প্রয়োগ করে ততক্ষন তারা পরিপক্ক খ্রীষ্টীয়ান হতে পারবে না।খ্রীষ্টীয়ান জীবনের মূলসূত্রটির সংক্ষিপ্তসার ইব্রীয় ৬:১-২ পদে পাওয়া যায়।

ইব্রীয় ৬:১-৩ পদ পড়ুন

খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের সাতটি মৌলিক উপাদান ইব্রীয় ৬:১ও ২ পদে উল্লেখ করা হয়েছে।এই বাইবেল অধ্যয়নে প্রতিটি বিষয়কে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব এবং আপনাদের কিছু প্রশ্ন করব যার উত্তর আপনারা নিজেরাই খুঁজে বার করবেন।

প্রতিটি প্রশ্নের সাথে দেওয়া বাইবেল পদগুলির মাধ্যমে আপনারা প্রতিটি প্রশ্নর উত্তর খুঁজে পাবেন। শেষ পৃষ্ঠায় আমাদের প্রস্তাবিত উত্তরগুলি পাওয়া যাবে।

১.ঈশ্বরের উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করা

ক)প্রভু যীশু লোকদেরকে কী করতে বলেছিলেন? (মার্ক ১:১৪-১৫)

১)..২)..

খ)প্রভু যীশু সর্ম্পকীয় ৪ টি মুখ্য বাস্তব সত্য কী ?

১ ....(মথি ৩:১৬-১৭; লূক ৯:৩৫)

২ .... (১ করিন্থীয় ১৫:৩)

৩ ....(১ করিন্থীয় ১৫:৪)

৪...(১ করিন্থীয় ১৫:৪)

গ)প্রভু যীশু সর্ম্পকীয় এই ৪টি মুখ্য বাস্তব সত্যে যখন আমরা বিশ্বাস করি তখন কী হয়? (রোমীয়১:১৭; রোমীয় ৪:২০) ....

ঘ)সৎকর্মকিঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক সঠিক করতে পারে? (ইফিষীয় ২:৮-৯) হ্যাঁ/না

প্রতিফলন:

আপনি কি সম্পূর্ণ সরল মনে প্রভু যীশু সম্পর্কীয় চারটি বাস্তব সত্যে বিশ্বাস করেন?

আপনি কি আপনার কোন বিশেষ পাপ যীশুর কাছে স্বীকার করেছেন এবং আপনার জীবন থেকে সেই অধার্মিকতা দূর করার জন্য প্রার্থনা করেছেন?

আপনার ব্যবহার দেখে কি বাইরের লোক জানতে পারে যে আপনি প্রভু যীশুরএকজন শিষ্য?

প্রার্থনা করুন যেন প্রভু যীশু আপনাকে বুঝতে সাহায্য করেন যে কি বিষয়ে আপনার মনপরিবর্তনের প্রয়োজন আছে এবং কিভাবে তিনি আপনাকে পরিবর্তন করতে চান?

২. মৃত কার্যকলাপ হইতে মনপরিবর্তন (বা মন্দ কাজ)

ক) মনপরিবর্তনের অর্থ কী? (মথি ৩:১১; লূক ৩:৮; ২ করিন্থীয় ৭:৯-১০)..
....

খ) মৃত কার্যকলাপগুলি কী ? (ইব্রীয় ৬:১; যিশাইয় ৬৪:৬; লূক ৬:৪৬-৪৯)...
....

গ) মৃত কার্যকলাপ থেকে কিভাবে আপনি মনপরিবর্তন করতে পারেন? (লূক ১৫:১১-২১; ১ যোহন ১:৮-৯)...

ঘ) মনপরিবর্তন করলে ও প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করলেকী হয় ? (প্রেরিত ২:৩৮, ৪২-৪৭; যোহন ১৩:৩৪-৩৫; যোহন ১৪:১২) ....
....
....
....
....

প্রতিফলন:

যে সমস্ত মন্দ চিন্তা ও মন্দ কাজ আপনি করেছেন, তার জন্য কখনও কি আপানার মনে এই উপলব্ধি হয়েছে যে ঈশ্বরের কাছে আমার ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন আছে?

ঈশ্বর কি আপনাকে কোনো কিছু করতে বলেছেন? আপনি কি তার বাধ্য হয়েছেন?

আপনি কি কখনও আপনার অবাধ্যতার জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন?

৩. বিশ্বাসীর জলে বাপ্তিষ্ম

ক) কিভাবে একজন বিশ্বাসীকে জলে বাপ্তিষ্ম দেওয়া হয়? (মথি ২৮:১৯; প্রেরিত ৮:৩৭-৩৮; প্রেরিত ১০:৪৮)...
....
....

খ) জলের বাপ্তিষ্ম প্রতীকিরূপে কিসের কথা প্রকাশ করে? (রোমীয় ৬:৪-৫; কলসীয় ২:১২) ....
....

গ) প্রভু যীশুর বাক্যানুসারে কাকে বাপ্তিষ্ম অবশ্যই নিতে হবে? (মথি ২৮:১৯; মার্ক ১৬:১৬) ....
....

প্রতিফলন:

প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করার পর আপনি কি জলে বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করেছেন?

৪. পবিত্র আত্মায় বাপ্তিষ্ম

ক) পবিত্র আত্মায় বাপ্তিষ্মের অর্থ কী?(প্রেরিত ১:৮, ৪:৩১, ১০:৪৪-৪৬) ....
....

খ) পবিত্র আত্মায় বাপ্তিষ্মের উদ্দেশ্য কী? (প্রেরিত ১:৮; ৪:৩১-৩৩; রোমীয় ৮:২৬-২৭) ....
....

গ) পবিত্র আত্মার দেওয়া ৯ টি বরদান কী? (১ করিন্থীয় ১২:৭-১১) ....
....
....

ঘ) পবিত্র আত্মার ফল কী?(গালাতীয় ৫:২২-২৩) ....
....
....

ঙ) পবিত্র আত্মার দান ও পবিত্র আত্মার ফলের মধ্যে পার্থক্য কী? ....
....

প্রতিফলন:

আপনি কি পবিত্র আত্মার বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করেছেন?

যদি না হয়ে থাকে, তাহলে শেষের পৃষ্ঠায় উত্তর পত্রে একটি সহজ প্রার্থনা দেওয়া আছে?

পবিত্র আত্মার কোন কোন বরদান গুলি আপনি পেতে চান?

পবিত্র আত্মার ফলগুলি কি আপনার জীবনে বিকশিত হচ্ছে?এটি বছরের পর বছর আপনার জীবনে প্রতিয়মান হওয়া উচিৎ, যখন আপনি পবিত্র আত্মাকে আপনার জীবনে কাজ করতে দেন, তিনি আপনাকে আরও বেশী করে যীশুর মত হতে সাহায্য করেন।

৫. হস্তার্পণ

ক) হস্তার্পণের চারটি ভিন্ন উদ্দেশ্য কী?

প্রথম উদ্দেশ্য (মার্ক ১০:১৬)..

কে হস্তার্পণ করতে পারে?..

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য (মার্ক ১৬:১৮) ....

কে হস্তার্পণ করতে পারে ?...

তৃতীয় উদ্দেশ্য (প্রেরিত ১৯:৬) ....

কে হস্তার্পণ করতে পারে?..

চতুর্থ উদ্দেশ্য (প্রেরিত ১৩:২-৩)..

কে হস্তার্পণ করতে পারে?...

প্রতিফলন:

হস্তার্পণ করার সময় আপনি কোন উদ্দেশ্যটিকে জীবনে উপলব্ধি/পর্যবেক্ষন করেছেন?

৬. মৃতদের পুনরুত্থান

ক) মৃতদের পুনরুত্থান কী? (যোহন ৫:২৮-২৯; ১ থিষলনীকীয় ৪:১৩-১৮) ....
....

খ) আমাদের পুনরুত্থিত দেহ কেমন হবে? (১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫৫; ফিলিপীয় ৩:২০-২১) ....
....
....

গ)পুনরুত্থানের বিশেষ গুরুত্ব কী? (রোমীয় ১:৪; ১০:৯) ....
....
....

প্রতিফলন:

আপনিকিবিশ্বাসকরেনযেযীশুমৃত্যুথেকেপুনরুত্থিতহয়েউঠেছেন?

আপনিকিবিশ্বাসকরেনযেপ্রভুযীশুরমহিমাময়আগমনেরসময়আপনিওপুনরুত্থিতহবেন?

প্রভুযীশুকেসামনাসামনিদেখারবিষয়টিকিআপনাকেউৎসাহিতকরে?

৭. অনন্ত বিচার

ক)আমাদের সবার বিচার করার জন্য ঈশ্বর কাকে নিযুক্ত করেছেন? (প্রেরিত ১০:৪২-৪৩; প্রকাশিতবাক্য ১:১২-১৬) ....
....

খ)প্রভু যীশুর বিশ্বাসীরা কী বিষয়ে বিচারিত হবেন?

১) (মথি ২৮:১৮-২০; ২ করিন্থীয় ৫:১০-১১) ....
....

২) (হিতোপদেশ ১৯:১৭; মথি ২৫:৩১-৪০(৪১-৪৬); লূক ১২:৩২-৩৪)..
....

৩) মথি ১২:৩৩-৩৭; গালাতীয় ৫:১৯-২৩; গালাতীয় ৬:৭-১০ ....
....
....

গ) জাতিগণ কীসের জন্য বিচারিত হবে? (যোয়েল ৩:১-২; ওবদিয় ১৫; মথি ২৫:৩১-৪৬)................................
....
....

ঘ) অবিশ্বাসীদের কেন বিচার করা হবে? (মথি ১৬:২৭; প্রকাশিতবাক্য ২০:১১-১৫)...
....

ঙ) অনন্তকালের বিচার কখন হবে? (মথি ২৪:১৪, ৪২-৪৪; ২৫:১৩)..
....

প্রতিফলন:

বিচারের দিনে আপনি কি প্রভু যীশুর সামনে দাঁড়াতে প্রস্তুত?

প্রভু যীশু আপনাকে করতে বলেছেন,এমন কোন কোন কাজগুলি আপনি করেছেন?

প্রভুর যীশুর সেবা করার পুরষ্কারস্বরূপ আপনি তার কাছ থেকে কী আশা করেন?

আপনি কি নিজের সন্তুষ্টি ও মহিমার জন্য যীশুর সেবা করছেন না তাকে ভালবেসে তার মহিমার জন্য তার সেবা করছেন?

আপনি কি নিজের শক্তিতে তার সেবা করছেন না কি পবিত্র আত্মার শক্তিতে তার সেবা করছেন?

এই অধ্যয়নে আমরা খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের ৭ টি মৌলিক উপাদানের বিষয় আলোচনা করেছি। এই প্রাথমিক স্তরের বিষয়গুলিতে অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। এবং ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে আমাদের এখনও আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করার বাকি আছে!(ফিলিপীয় ৩:১২-১৪)

“হে ভ্রাতৃগণ, আনন্দ কর,পরিপক্ক হও, আশ্বাস গ্রহণ কর, একভাববিশিষ্ট হও, শান্তিতে থাক;তাহাতে প্রেমের ও শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন.” (২ করিন্থীয় ১৩:১১)

প্রস্তাবিত উত্তরমালা-

উত্তরমালা ১. ঈশ্বরে বিশ্বাস

ক) প্রভু যীশুর প্রথম নির্দেশগুলি হল: ১) মনপরিবর্তন করা এবং; ২) সুসমাচারে বিশ্বাস করা।

খ) সুসমাচারের প্রকৃত ঘটনাগুলি হল: ১)যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র; ২)যীশু আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন;৩) যীশু কবরপ্রাপ্ত হয়েছেন; ৪) ঈশ্বর যীশুকে তৃতীয় দিনে পুনরায় জীবিত করেছেন।

গ) সুসমাচারের এই চারটি সত্যে বিশ্বাস করার দ্বারা আমরা ঈশ্বরেরে সাক্ষাতে ধার্মিকগণিত হই।যীশুকে বিশ্বাস করার অর্থ কেবলমাত্র তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয় কিন্তু আমাদেরকে ব্যবহারিক জীবনে তা প্রয়োগ করতে হবে। আমাদেরকে পাপের পথ ও মৃত্যুর কার্যগুলি থেকে মন ফিরাতে হবে এবং প্রভু যীশুই ঈশ্বরের নিযুক্ত শাসনকর্তা তা বিশ্বাস করার দ্বারা নিজেকে তার হাতে সমর্পন করতে হবে।

ঘ) না। প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করার দ্বারা আমরা ধার্মিকগণিত হয়েছি – আমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধার্মিকগণিত করতে পারি না।

উত্তরমালা ২.মৃত কার্যকলাপ হইতে মনপরিবর্তন

ক) মনপরিবর্তন শব্দটি বর্ণনা করে একটি পরিবর্তিত হৃদয়ের কথা যা দিশা পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। যখন কোন পুরুষ অথবা নারী বুঝতে পারেন যে তারা যে পথে চলছেন সেটি ভুল পথ এবং সেই পথে চলা বন্ধ করে তারা প্রভু যীশুর পশ্চাতে চলা শুরু করেন, সেটিই হল মনপরিবর্তন।(তার রবকে শোনা ও তাকে অনুসরণ করা)।

খ) মৃত কার্যকলাপ হল সেই সমস্ত কার্যকলাপ যা আমাদেরকে জীবনে পরিচালিত করে না এবং অনন্তকালের জন্য গণ্য হয় না। মৃত কার্যকলাপ হল সেই সমস্ত কাজ যা ঈশ্বর আমাদেরকে করতে বলেন নি তবুও আমরা করে চলেছি।মন্দ চিন্তা ও মন্দ কাজের পাশাপাশি এমনকি সেই সমস্ত ভালকাজগুলিও,যা ঈশ্বর আমাদেরকে করতে বলেন নি অথচ আমরা করি, সেগুলি হল মৃত কার্যকলাপ। এমনকি আমাদের ধর্মকর্ম সকলও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মলিন বস্ত্রের মত।ঈশ্বর বিভিন্ন ভাবে কথা বলেন। তিনি চান যেন আমরা তার রব শুনি ও তার বাক্যের বাধ্য হই।

গ) ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন, যখন আমরা আমাদের নির্দিষ্ট পাপ তার কাছে স্বীকার করব তিনি তা ক্ষমা করবেন। হারানো পুত্রের মত আমাদেরকেউ (ক) অনুভব করতে হবে যে আমরা পাপ করেছি (খ) আমাদের মনপরিবর্তন করতে হবে ও নিজের জন্য জীবন যাপন করা বন্ধ করতে হবে (গ) পাপ থেকে মুখ ফিরিয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে হবে।

ঘ) যখন আমরা প্রভু যীশুর হাতে নিজেদেরকে সমর্পন করি, তিনি আমাদের হৃদয় রূপান্তরিত করেন এবং আমাদেরকে নিজের মত করেন, যা আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে সাহায্য করে। পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা দেখে বাইরের লোকেরা বুঝতে পারবে যে আমরা তার শিষ্য। আমরা একসাথে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করব, ঈশ্বরের আরাধনা করব, একে অন্যের সাথে খাবার ভাগ করে নেব ও প্রভুর ভোজ গ্রহণ করব। গরিবদের

সাহায্য করব এবং ঈশ্বরের শক্তি আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবে। আমাদের ঐক্য অন্যদেরকেও উৎসাহিত করবে প্রভু যীশুতে বিশ্বাসকরার জন্য।

উত্তরমালা৩.বিশ্বাসীরবাপ্তিষ্ম

ক) একজন বিশ্বাসী জলে সম্পূর্ণ ডুব দিয়ে বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করে।তার সমগ্র শরীর জলে নিমজ্জিত করা হয় এবং তারপর তাকে জল থেকে তোলা হয়।
খ) বিশ্বাসীর বাপ্তিষ্মআমাদের পাপের জন্য প্রভু যীশুরমৃত্যু, কবরস্থ হওয়া ও মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের কথা বর্নণা করে।একজন ব্যক্তি যখন বাপ্তিষ্মের জন্য জলে ডুব দেয় (কবর দেওয়া) সে তার পাপের জন্য প্রভু যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সাথে নিজেকে চিহ্নিত করে।জল থেকে উঠে আসা, খ্রীষ্টের সাথে পুনরুত্থানের দ্বারা নূতন জীবনের কথা প্রকাশ করে।
গ)সমগ্র বিশ্বের শিষ্যদের উচিৎ জলে নিমজ্জিত হয়ে বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করা।শিষ্য হলেন তারা, যারা প্রভু যীশুতে বিশ্বাস ও নির্ভর করেন এবং খ্রীষ্টের দ্বারা প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা লাভ করেন।

লক্ষণীয় বিষয়*:*একজন বিশ্বাসীকে 'পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে' বাপ্তিষ্ম দেওয়া হয়। এটি হল খ্রীষ্টিয়ানদের উপর দেওয়া সীলমোহর। বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টে ও খ্রীষ্টের দেহে বাপ্তাইজিত হয়। বাপ্তিষ্মের দ্বারা আমরা বিশ্ব মণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত হয়ে যাই, যা হল ঈশ্বরের সন্তানদের সমাবেশ।

সতর্কবাণী*:*বাপ্তিষ্ম গ্রহণের সময় যদি আপনার নূতন জন্ম না হয়ে থাকে তাহলে প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করার পর আপনাকে পুনরায় বাপ্তিষ্ম নিতে হবে।

উত্তরমালা ৪.পবিত্র আত্মার বাপ্তিষ্ম

ক) পবিত্র আত্মার বাপ্তিষ্ম হল, যখন একজন বিশ্বাসীর জীবনে পবিত্র আত্মা সামর্থের সাথে নেমে আসেন।তার প্রথম চিহ্ন বরদান হল নূতন ভাষায় প্রার্থনা করা (যাকে বলা হয় 'আত্মাতে প্রার্থনা করা' এবং'অন্য ভাষায় কথা বলা')।

খ) পবিত্র আত্মার বাপ্তিষ্ম আমাদেরকে প্রভু যীশুর সাক্ষী হওয়ার জন্য পবিত্র আত্মার শক্তি লাভ করতে সাহায্য করে।

গ)পবিত্র আত্মার বরদানগুলি হল- প্রজ্ঞার বাক্য,প্রকাশ(জ্ঞানের বাক্য),বিশ্বাস,আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ-দান,পরাক্রম-কার্য সাধক গুণ,ভাববাণী,আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি,নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি,বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি।

ঘ) আত্মার ফল- প্রেম, আনন্দ,শান্তি,দীর্ঘসহিষ্ণুতা,মাধুর্য,মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা,মৃদুতা,ইন্দ্রিয়দমন। এটি হল প্রভু যীশুর চরিত্র।

ঙ) পবিত্র আত্মার বরদান ও পবিত্র আত্মার ফলের মধ্যে পার্থক্য হল, বর গুলিকে পবিত্র আত্মা দান করেন এবং যত বেশি আমরা পবিত্র আত্মার কাছে নিজেদের সমর্পন করি আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার ফল ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাই।একজন ব্যক্তির মধ্যে পবিত্র আত্মার অনেকগুলি বরদান থাকলেও, তার মধ্যে পবিত্র আত্মার

ফল না-ও থাকতে পারে। আত্মার ফল বিশেষ করে প্রেম, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রেম অনন্তকালস্থায়ী(১করিন্থীয় ১৩:৮-১০ এবং ১৩)।

পবিত্র আত্মার বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করার জন্য আপনার সাহায্যার্থে একটি সহজ প্রার্থনাটি দেওয়া হল-

"প্রিয় প্রভু যীশু,আমি তোমাকে বিশ্বাস করি ও তোমার উপর নির্ভর করি।তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে তোমার পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত কর, যেন তোমার সাক্ষী হওয়ার জন্য আমি শক্তি লাভ করতে পারি।এখন বিশ্বাসে আমি পবিত্র আত্মা এবং পবিত্র আত্মার সমস্ত দানগুলি গ্রহণ করি।নূতন প্রার্থনার ভাষা গ্রহণ করি।যীশু তোমায় ধন্যবাদ। প্রভু যীশু তোমার নামে চাই।আমেন"

এই প্রার্থানা শেষ করার পর, যা কিছুই আপনার মুখে আসে তা বলুন।এটি হবে আপনার রব ও আপনার কণ্ঠস্বর কিন্তু যখন আপনি নিজেকে তার হাতে সম্পুর্ণভাবে সমর্পন করে দেবেন, তার বাক্য আপনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে।যত বেশি আপনি সাহস দেখাবেন তত বেশি পবিত্র আত্মার বাক্য আপনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

উত্তরমালা ৫. হস্তার্পণ

প্রথম উদ্দেশ্য-আশীর্বাদ করার জন্য; প্রতিটি শিষ্য এই কাজ করতেপারেন।উদাহরণস্বরূপ-নূতন জন্মপ্রাপ্ত বাবা-মায়ে রা তাদের সন্তানদের কে এই ভাবে আশীর্বাদ করতে পারেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য-আরোগ্যদান করার জন্য।প্রতিটি শিষ্যকে প্রভু যীশু এই আদেশ দিয়েছেন।

তৃতীয় উদ্দেশ্য-পবিত্রআত্মারবাপ্তিষ্মরজন্য।একজনপবিত্রআত্মায়পরিপূর্ণবিশ্বাসীযখনআরেকজনবিশ্বাসীরমাথায়হস্তার্পণকরেতখনসেই বিশ্বাসীপবিত্রআত্মারবাপ্তিষ্মলাভকরে।যদিওকোনকোনবিশ্বাসীআবারঅন্যকোনবিশ্বাসীরহস্তার্পণছাড়াইসরাসরিঈশ্বরের কাছথেকেপবিত্রআত্মারবাপ্তিষ্মগ্রহণকরে।সমস্তপবিত্রআত্মায়বাপ্তাইজিতবিশ্বাসীরাএইভাবেঅন্যএকজনবিশ্বাসীকেপবিত্রআত্মাদানকরারজন্যব্যবহৃত হতে পারে।

চতুর্থ উদ্দেশ্য-পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ একজন বিশ্বাসী, যাদেরকে ঈশ্বর তার বিশেষ পরিচর্যার জন্য আহ্বান করেছেন তাদেরকে প্রভুর কাজের জন্য পৃথক করার জন্য মণ্ডলীর প্রাচীন ও যারা অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তারা তাদের উপর হস্তার্পণ করবেন। তাদের পরিচর্যার জন্য পৃথক করার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে প্রভু তাদের আহ্বান করেছেন। ১ তিমথীয় ৫:২২, কাউকে প্রভুর পরিচর্যার জন্য পৃথক করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করে হস্তার্পণ করার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মণ্ডলীর মধ্যে যারা অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আছেন কেবলমাত্র তারাই এই কাজ করতে পারেন।

উত্তরমালা ৬.মৃতদের পুনরুত্থান

ক) আমাদের মৃত দেহগুলি পুনরুত্থিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে প্রভু যীশুর আগমনে, মধ্য আকাশে উত্থিত হয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।যে সমস্ত বিশ্বাসীরা মারা গেছে তারা প্রথমে পুনরুত্থিত হবে এবং তারপর যারা সেই

সময় বেঁচে থাকবে, সমস্ত বিশ্বাসীরা একসাথে মধ্য আকাশে যীশুর সাথে দেখা করবে ও চিরকাল তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। যারা প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করেনি এবং তার বাধ্য হয়নি তারা অনন্ত বিচারের জন্য পুনরুত্থিত হবে।

খ)আমাদের নূতন পুনরুত্থিত দেহ আমাদের পুরাতন দেহের মত হবে না, কিন্তু সেগুলি হবে গৌরবময়, স্বাস্থ্যবান দেহ---- সম্পূর্ণ ভিন্ন তথাপি একে অপরকে চিনতে পারা যাবে।এই দেহ হবে অমর, অক্ষয় ও মহিমাময়।

গ) যদি প্রভু যীশু পুনরুত্থিত না হতেন তাহলে আমাদেরও পুনরুত্থান সম্ভব হতনা।অসাধারণ সুখবর হল এই যে,প্রভু যীশুর মাধ্যমে পিতা ঈশ্বর তার সাথে অনন্তকাল বসবাস করার জন্য, আমাদের জন্য একটি পথ প্রস্তুত করেছেন।

উত্তরমালা৭.অনন্তবিচার

ক) ঈশ্বরপ্রভুযীশুকেপ্রতিটিমানুষেরউপরবিচারকর্তারূপেনিযুক্তকরেছেন ।

খ)প্রভুযীশুতারবিশ্বাসীদেরবিচারকরবেন।যারাযীশুকেসরলহৃদয়েতাদেরব্যক্তিগতত্রাণকর্তাওপ্রভুরূপেগ্রহণকরেতাদের নামমেষশাবকের(যীশুর) জীবনপুস্তকেলেখাআছে।যাদেরনামমেষশাবকেরজীবনপুস্তকেলেখাআছেতারাঅনন্তকালযীশুরসাথেবাসকরবে।প্রভুযীশুরবিশ্বাসীরাবিচারিতহবেকিন্তুতাদেরদন্ডিতকরাহবেনা।আগেইতাদেরজন্যযাঠিককরেরাখাহয়েছিলসেইসৎকর্মঅনুসারে তাদেরবিচারকরাহবে।আরঅন্যকোনকাজঅনন্তকালেরজন্যগণ্যকরাহবেনা।

- একজনবিশ্বাসীসুসমাচারেরজন্যযাকিছুকরেতাঅনন্তকালেরজন্যগণ্যহয়।
- দরিদ্রদেরসাহায্যকরাওঅনন্তকালেরজন্যগণ্যহয়।
- একজনবিশ্বাসীরচরিত্র (পবিত্রআত্মারফল) অনন্তকালস্থায়ীহয়।

গ) প্রভুযীশুপরজাতি (অ-যিহূদি) রাষ্ট্রগুলিরওলোকেদেরবিচারকরবেনকারণতারাইস্রায়েলওযিহূদিদেরপ্রতিখারাপব্যবহারকরেছে।

ঘ)যেসমস্তলোকেরাযীশুকেতাদেরব্যক্তিগতত্রাণকর্তাওপ্রভুরূপেজীবনেগ্রহণকরতেঅস্বীকারকরে, তাদেরএইসিদ্ধান্তেরজন্যতারাবিচারিতহবেওদণ্ডপাবে।তারাঅনন্তকালেরজন্যঅগ্নিহ্রদেনিক্ষিপ্তহবে।তারাহলসেইসমস্ত লোকেরাযারাপ্রভুযীশুরঅনুসরণকরেনাএবংযারাভন্ডওভ্রান্তখ্রীষ্টীয়ান।

ঙ)কেউ বলতে পারে না কখন প্রভু যীশু ফিরে আসবেন এবং কখন অনন্ত বিচার সংঘটিত হবে।একমাত্র পিতা ঈশ্বর তা জানেন।আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।কিন্তু তার আগমনের পূর্বে সমগ্র জগতে ও সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচারিত হবে যেন তারা সেই সুসমাচার শুনতে পায়।

Developed from the teaching of Rev. Derek Prince, 'Laying the Foundations' and is used with permission from Derek Prince Ministries India. For more in-depth teaching on the subject, listen to the CD set 'Laying the Foundations' or the book "Foundations for Christian Living' by Derek Prince (available in various languages including Bangla). Also available through the Derek Prince App (can be downloaded onto a smart phone).